STEPPING STONE
SCHOOL (HIGH)

Class- V

Sub- 2nd language (Bengali)

Time- 30minutes

Topic- Essay Writing

Date- 19/06/2020

Worksheet- 24

নিচে একটি রচনা দেওয়া হল। তোমরা রচনাটি মুখস্থ করে না দেখে একটি পৃষ্ঠায় লিখবে এবং তারপর পৃষ্ঠাটি তারিখ অনুযায়ী যত্ন করে ফাইল-এ রেখে দেবে। অন্য কোনো রচনা বই থেকেও তোমরা এটি মুখস্থ করে লিখতে পারো।

বর্ষাকাল

আষাঢ়- শ্রাবণ এই দুই মাস নিয়ে হয় বর্ষাকাল। গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে যখন প্রকৃতি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, তখনই বর্ষা অফুরন্ত জলধারা নিয়ে আসে। পৃথিবী শীতল হয়। বর্ষাকালে সারাদিন আকাশ কালো মেঘে ঢেকে থাকে। গ্রীষ্মকালের শুকিয়ে যাওয়া নদী-নালা, খাল-বিল জলে ভরে যায়।

সমস্ত প্রকৃতি যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। এই সময় উদ্ভিদকূল সবুজ ও সতেজ হয়ে ওঠে। নতুন মেঘ দেখে ময়ূর পেখম তুলে নাচতে শুরু করে। কামিনী, বকুল, কদম প্রভৃতি ফুলের গন্ধ নিয়ে বাতাস লুটোপুটি খায়। কৃষিকাজে বর্ষা আশীর্বাদস্বরূপ। বর্ষায় প্রচুর শাকসবজি উৎপন্ন হয়। নদী নালা জলে ভরে উঠলে জেলেরা সেখান থেকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে, কিন্তু বর্ষাকালে পল্লী গ্রামের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে ওঠে। রাস্তাঘাট কাদায় ভরে যায়। প্রবল বর্ষণে অনেক সময় কাঁচা ঘরবাড়ি পড়ে যায়, ফসলের ক্ষতি হয় এবং বন্যা দেখা দিলে জীবনহানি ঘটার সম্ভাবনা দেখা যায়। এক কথায় মানুষের দুর্দশার সীমা থাকে না। এই সময় ম্যালেরিয়া, আমাশয়, পেটের অসুখ প্রভৃতি দেখা যায়। তবুও অন্ধকারের পিছনে যেমন থাকে আলোর ইশারা, তেমনি বর্ষার অভিশাপের পিছনেও আছে আশীর্বাদ এর সংকেত। প্রবল বর্ষণে সংঘটিত বন্যার পর জমিতে যে পলির স্তর সঞ্চিত হয় তা জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। তাই বর্ষাকাল সমস্ত জীব জগতের প্রাণ রক্ষক একথা আমরা বলতেই পারি।